রস

কাব্যবিচারে ভারতীয় আলংকারিকদের রসবাদের মূল্য অপরিসীম। রসকে তাঁরা কাব্যের আত্মা বলে চরম সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে নাট্যরস এবং ভাবসমূহ আলোচিত হয়েছে। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে রস শব্দের অর্থ হল আস্বাদন — যা কিছু আস্বাদ্য তাই রস। পরিচিত সংসারে বস্তুর রস আমরা আস্বাদন করি আমদের বাহ্য ইন্দ্রিয় রসনা দিয়ে। সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে গেলে তা আস্বাদন করতে হবে অন্তরিন্দ্রিয় মন দিয়ে — সহৃদয় সামাজিকগণের চিত্তই শুধুমাত্র এ রস আস্বাদন করতে পারে। কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে রসের কোনো অস্তিত্ব নেই। ঐ আস্বাদটাই হল রস।

রসের ব্যাখ্যায় আচার্য ভরত বলেছেন —

'ন হি রসাদ ধনতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে।
তত্রবিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ' (নাট্যশাস্ত্র, ৫/৩৪)

অর্থাৎ রস ছাড়া কোনো বিষয় প্রবর্তিত হয় না। সেই বিষয়ে বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিস্পত্তি হয়ে থাকে। ভরতের এই উক্তিটিই রসবাদের মূল ভিত্তি।

রসের উপাদানগুলির মধ্যে উদ্ধৃত ভরতের সূত্রটিতে তিনটি উপাদানের কথা আছে। 'ভাব' এর কথা নেই। কিন্তু ভরত স্থায়ীভাব ও তাদের পরিণানী স্থায়ীরস ও তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের কথাও নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন। সূত্রটিতে তাঁর বক্তব্য হলে যে স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রস নিস্পত্তি ঘটে। পরবর্তী সকল আলংকারিকই রসের কথায় 'স্থায়ীভাব'কে বিশেষ স্মরণে রেখেছেন। সুতরাং রসের উপাদান হল চারটি — স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব।

স্থায়ীভাব ঃ- ভারতীয় আলংকারিকদের মতে আমাদের চিত্তে অনন্তভাব রাজির মধ্যে কয়েকটি ভাব অন্তরের গুঢ় প্রদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং কেউ কারো সদৃশ নয়। আলংকারিকেরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে এই রকম নয়টি ভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। এরা হল — রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম। এগুলিই হল স্থায়ীভাব। এই নয়টি ভাব কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে নয়টি রসে পরিণত হয়। রতিভাব শৃঙ্গাররসে, হাস-ভাব হাস্যরসে, শেকি-ভাব করুণ রসে, ক্রোধ রৌদ্ররসে, উৎসাহ বীররসে, ভয় ভয়ানকরসে, জুগুপ্সা বীভৎসরসে, বিস্ময়ভাব অদ্ভুতরসে এবং শমভাবশান্তরসে রূপান্তরিত হয়। আচার্য ভরত ও তাঁর পূর্ববর্তী আলংকারিকগণ আটটি

Scanned with CamScanner

স্থায়ীভাব ও আটটি রসের কথা বলেছেন। পরবর্তী আলংকারিকগণ 'শমভাব'কে স্বীকৃতি দেন। রসের মূল আন্তর উপাদান হল স্থায়িভাব সমূহ। রসে অভিব্যক্তি লাভ করে স্থায়ীভাবগুলিই।

বিভাব ঃ- আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন --

'রত্যাদুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্য নাট্যয়োঃ

--অর্থাৎ লৌকিক জগতের রতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই বলে বিভাব। মনে রাখতে হবে কাব্যের জগৎ লৌকিক জগৎ নয় অলৌকিক আস্বাদে জগৎ। কাব্যের সকল অনুভূতি মনেরই ব্যাপার। লৌকিক জগতের 'কারণ'ই কাব্যজগতে দেখা দিলে তা বিভাব হয়ে যায়। রামায়ণে রাম, সীতা রাবণ প্রভৃতি বিভাব আর শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত প্রভৃতি বিভাব। বিশ্বনাথ বলেছেন, লৌকিক জগতে সে সীতা ও তার রূপ, গুণ চেষ্টা রামের মনে রতি, হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধের কারণ, তাই যখন কাব্যেও নাট্যে পরিবেশিত হয় তখন তাকে বিভাব বলে। কারণ তারা পাঠক ও সামাজিকের মনের রতি ইত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে সে তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

এই বিভাব আবার দু'রকম। (ক) আলম্বন বিভাব (খ) উদ্দীপন বিভাব। মুখ্যভাবে যে বস্তু আলম্বন অর্থাৎ অবলম্বন করে রস উৎপন্ন হয় তাকেই বলে আলম্বন বিভাব। আর যে বস্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ রস-সৃষ্টির আনুকূল্য করে তাকে বলে উদ্দীপন বিভাব। শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলা দুষ্মন্ত্য পরস্পরের আলম্বন বিভাব। আর নায়ক-নায়িকার রূপসৌন্দর্য, মাল্য, চন্দন নানারকমের বেশ ও ভূষা প্রভৃতি রতিভাবের উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব ঃ- আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যখন কোনো ভাব জাগ্রত হয় তখন বাইরেও তার প্রকাশ লক্ষণ দেখা যায়। ক্রুদ্ধ হলে অর্থাৎ ক্রোধভাবের উদয় হলে আমাদের চোখ লাল হয়ে ওঠে, শোকার্ত হলে অর্থাৎ শোকাভাব জাগ্রত হলে চোখে জল দেখা যায়। এইরকম হৃদয়ের ভাব-বিকারের যে বাইরের লক্ষণ বা বাইরের প্রকাশ তা যখন কাব্যে নিবেশিত হয় তখন তাকে বলে অনুভাব। কাব্যে নায়ক-নায়িকার যে কাজের দ্বারা বা যে শরীর চেষ্টার দ্বারা তাদের অন্তরের ভাবকে বোঝা যায় তাই হচ্ছে অনুভাব শব্দের অর্থ 'পশ্চাৎ'। অর্থাৎ ভাবের পাশ্চাৎ যা আসে বা প্রকাশ পায়। বিভাব হচ্ছে অন্তরের মধ্যে ভাবোদয়ের 'কারণ' আর অনুভাব হচ্ছে সেই কারণের কাজ। এ বিষয়ে বিশ্বানাথের বক্তব্য হলো ঃ-

'উদ্বুদ্ধাং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ
বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে সঃ কার্য রূপঃ সোহ --
নুভাবঃ কাব্য নাট্যয়োঃ'।

--অর্থাৎ মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে যে সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ পায়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের অনুভাব। কাব্য-জগতের বিভাব যেমন অলৌকিক, অনুভাবও সেই রকম অলৌকিক।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাব ঃ- মানুষের মনে অসংখ্য ভাবের মধ্যে কতকগুলি চিরন্তন অক্ষয়, অব্যয়। এই চিরন্তন ভাব কয়েকটি হলো স্থায়ী আর অবশিষ্ট ভাবগুলির মধ্যে অনেক ভাব কাব্যের বিভাব ও অনুভাবে আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে। এইসব ভাব মনে পৃথক ভাবে থাকে না -- কোনো না কোনো স্থায়িভাবের অভিমুখেই মনকে চালিত করে। স্থায়িভাবের মধ্যেই এই সব ভাবের উদয় ও বিলয়। এদেরই বলে ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব। বিশ্বনাথ বলেছেন --

Scanned with CamScanner

'বিশেষাদাভি সুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ
স্থয়িনী উন্মগ্ন নিমগ্নাঃ।'

রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব স্থিরভাবে বর্তমান থাকে, কিন্তু নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব একবার উদিত হচ্ছে আবার তিরোহিত হচ্ছে — এইভাবে তারা স্থায়িভাবের অভিমুখে চলে বলে তাদের নাম ব্যভিচারী। ব্যভিচারিভাব রসে রূপান্তরিত হতে পারে না — স্থায়িভাবগুলিকে পুষ্ট করাই শুধু এদের কাজ - স্থায়িভাবেই তারা অধীন। আলংকারিকদের মতে ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা তেত্রিশ। এরা হলো ঃ- নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিরোধ (নিদ্রাপগমের ফলে যে চেতনা, স্বপ্ন, অপস্মার, (মনোবৈকল্য), গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ নিদ্রা, অবহিত্থ, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্ক, স্মৃতি, যতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূকা, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক। মানবচিত্তে অল্পক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ-চমকের' মতো এদের স্ফুরণ। আচার্য ভরতের কথায় এরা যেন রাজানুচর' এবং শারদাতনয়ের কথায় এরা যেন সমুদ্রের তরঙ্গ।

এক্ষেত্রে ধরে কাব্যে রসাভিব্যক্তির যে চারটি উপাদানের কথা বলা হলো তার মধ্যে ভাব ও সঞ্চারিতভাব তার আন্তর উপাদান এবং বিভাব ও অনুভাব কাব্যের জগৎ থেকে আসে তারা হলো বাইরের উপাদান। আচার্য ভরত বলেছেন যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাবের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু কার সঙ্গে এদের সংযোগ হয়? অবশ্যই স্থায়িভাবের সঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাই বলেছেন —

"বিভানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতিঃ রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্"।।

অর্থাৎ (সচেতসাম্) সামাজিকদের রতি প্রভৃতি -- স্থায়িভাব — বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে রসরূপ লাভ করে।

আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের রসসূত্রে "বিভানুভাব ব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" কথাটি বলেছেন। তিনি তাঁর রসসূত্রে রসের 'নিষ্পত্তি'র কথাই বলেছেন রসের স্বরূপ সম্বন্ধে নয়। সুতরাং ভরতের সূত্রানুযায়ী আমরা বুঝি যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে স্থায়িভাবের সংযোগ বা সংসর্গ ঘটলে 'রসসিদ্ধি' ঘটে। সিদ্ধির অর্থ 'উৎপত্তি' বা 'নির্মিতি' দুইই হতে পারে।

'উৎপত্তি' শব্দটি ভরত বহুবার প্রয়োগ করলেও তা 'ভাব-সৃষ্টি' অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। 'নিমিতি'র অর্থ হলো প্রাপ্ত উপকরণের সংযোগে নব-রূপ রচনা — ভরতের মতে নির্মিতিই হল নিষ্পত্তি। তিনি বলেন রস কোনো নতুন পদার্থ নয়। বিভাবাদির দ্বারা উপগত হয়ে স্থায়িভাবই রসরূপ গ্রহণ করে — 'নানা ভাবোপগতা অপি-স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।

Scanned with CamScanner

।। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ।।

১। ধ্বন্যালোক, লোচন ঃ— অনুবাদক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কালীপদ ভট্টাচার্য।

২। কাব্যলোক ঃ— ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।

৩। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ঃ— ডঃ অবন্তীকুমার সান্যাল।

৪। কাব্যতত্ত্ব বিচার ঃ— ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

।। প্রশ্নাবলী ।।

১। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'বিভাবানুভাব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ' সূত্র অবলম্বনে যে চারটি রসসিদ্ধি বিষয়ক মতবাদ গড়ে উঠেছিল। তার আলোচনা করো এবং কোন্ মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তা দেখাও।

২। ভারতীয় অলংকারিকদের দ্বারা ব্যাখ্যাত 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থে'র স্বরূপ নির্ণয় কর। এই প্রসঙ্গে ধ্বনি-কাব্যের সঙ্গে গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্যের পার্থক্য আলোচনা করো এবং বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধন ব্যঙ্গ্যার্থ বিশিষ্ট কাব্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। এই ব্যঙ্গ্যার্থের স্বরূপ নির্ণয় করে রসাত্মক কাব্যের জগতে তার গুরুত্ব আলোচনা করো।

৪। সংক্ষেপে আলোচনা করো ঃ-

ক) সাধারণীকরণ বা ভাবকত্ব

খ) লক্ষণা ও ধ্বনি কি অভিন্ন ?

গ) সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ ধ্বনি

ঘ) রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয় কেন ?

ঙ) সহৃদয় সামাজিক

চ) ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন

Scanned with CamScanner